# পাঠক ফোরাম

## মানুষ মানুষের জন্য

বন্যায় ভাসছে পুরো দেশ। এ লেখাটি যখন লিখছি তখন পর্যন্ত বন্যার পানি কমার ব্যাপারে কোনো সুসংবাদ দিতে পারেনি বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। বরং তারা আশঙ্কা করছেন বন্যার পানি আরো বাড়বে, সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে, বঙ্গোপসাগরে লঘু চাপ। ফলে ঝড় বৃষ্টি হবে প্রচুর। এবারকার বন্যা পরিস্থিতি অনেকের মতে ৮৮-এর মতো ভয়াবহ না হলেও ৯৮-এর বন্যার চাইতে কোনো অংশে কম নয়। আর বন্যার পানি নেমে গেলেই যে বিপদ কেটে যাবে তা তো নয়। বরং বিপদের শুরু। কারণ তখন দেখা দেবে পানিবাহিত রোগগুলো। তার সঙ্গে দেখা দিতে পারে মঙ্গা, অভাব এবং বেকারত্ব। কারণ কৃষকের ঘরে খাবার নেই, বীজ নেই, অনেকের হালের গরুও নেই। এ অবস্থায় আমাদের সমাজের সকলকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে। যিনি যেভাবে পারেন এগিয়ে দিন সাহায্যের হাত। কারণ আমরা তো মানুষ। মানুষই মানুষের জন্য!

**এস এম নওশের, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল**
**nowsheer@dhaka. com**

## আবার নীল দংশন

১৩ সংখ্যা ২০০০-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে নীল ছবি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি পড়লাম। এটা সমাজের ভয়াবহ চিত্র। আসলে পুলিশ বাহিনী আছে কি করতে? জনগণের স্বার্থ রক্ষা কে করবে? সুমন-পিন্টুরা এতো প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আজো বিচার শেষ হলো না। দেশে তো পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ। এদের তো সেই আইনেই জেলে পাঠানো যায়। সেখানে তো রাষ্ট্র বনাম সুমন এই হবে কেস। কিন্তু রাষ্ট্র তো পুলিশ! পুলিশ পুলিশের কাজ করছে- কোনো জবাবদিহিতা নেই? এ বিষয়ে আমি সামাজিক সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসতে বলছি।

**নিয়ামত হোসেন, চট্টগ্রাম**

## ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস এবং আমাদের অসহায়ত্ব

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের প্রধান কারণ ছিল লাগামহীন সন্ত্রাস। আওয়ামী লীগ সরকারের মাঝামাঝি সময়ের পরে সারা দেশে, বিশেষত ঢাকায় প্রতিদিন সংঘটিত হচ্ছিল একাধিক লোমহর্ষক হত্যাকান্ড। যার মধ্যে ছিল প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠিত অনেক নেতাসহ আপাত ক্ষমতাবান সব ব্যক্তিবর্গ। অথচ সুষ্ঠু তদন্ত বা দৃষ্টান্তমূলক কোনো বিচারই হচ্ছিল না। ব্যাপারটা প্রায় এমন দাঁড়িয়েছিল যে, সবাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো খুন করলে কিছুই হয় না যদি সে রকম পৃষ্ঠপোষকতা থাকে। সে সময়ে এই আমিসহ অতি সাধারণ অনেকেই নিজেদের অসহায় ভাবা শুরু করলাম। আলোচিত হত্যাকান্ডের বিচার হচ্ছে না, আমার ক্ষেত্রে তো কিছুই হবে না- এমনটা মনে হতো প্রতিক্ষণ। এরপর তৎকালীন সরকারি দল আওয়ামী লীগ সেসব সন্ত্রাসের সমর্থন করে সন্ত্রাসকে দলীয়করণের রূপ দিয়ে আমাদের অসহায়ত্বকে আরো বাড়িয়ে দিলো। সবশেষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফেনীর বিতর্কিত জয়নাল হাজারীর পক্ষে যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বললেন তখন আমাদের হৃদয় ভেঙে গেল। পুরোপুরি অভিভাবকহীন, অসহায় ভাবতে শুরু করলাম নিজেদের; সন্ত্রাসের এমন রাষ্ট্রীয়করণ দেখে। আমার মতো কোটি মানুষের সে অসহায়ত্ববোধই আওয়ামী লীগের পতন ডেকে আনলো। আমরা নতুন আশায় বুক বেঁধে নির্বাচিত করলাম চারদলীয় জোটকে, যাদের প্রধান অঙ্গীকার ছিল সন্ত্রাস দূরীকরণ। কিন্তু ক্ষমতায় এসেই তারা বিস্মৃত হলেন সে প্রতিশ্রুতি এবং আমাদের অনুভূতি। আমাদের অসহায়ত্ববোধ ফিরে এলো আগের চেয়েও অনেক বেশি করে। পৌনঃপুনিক সন্ত্রাস আজ আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সকল নিরাপত্তা কেড়ে নিয়েছে। আজ পরিবারের কেউ রাজপথে বেরোলে শঙ্কিত থাকি, সুস্থ ফিরবে কি না এ চিন্তায়। সদিচ্ছা থাকলে প্রতিকার সম্ভব, এটা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর পরীক্ষায় নকল রোধে। এমন সদিচ্ছা আর কারো পক্ষে কি দেখানো সম্ভব না? আপনারা কি পারেন না আপনাদের ফ্ল্যাট, বেতন বৃদ্ধির বিল, ট্যাক্স ফ্রি বিলাসবহুল গাড়ির পাশাপাশি এসব অসহায় মানুষদের জন্য একটু নিরাপত্তাবোধ উপহার দিতে?

**ওয়াদুদ, কিশোরগঞ্জ**

## ধন্যবাদ শামসুর রাহমানকে, তবুও কথা থেকে যায়...

আজও আমরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত সত্য ইতিহাস হতে বঞ্চিত। একটি তথ্য সঠিক কি না তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতে হয় আমাদের। আমরা বঞ্চিত হলাম নিজেদের স্বাধীনতার ইতিহাসের প্রকৃত ইতিহাস হতে কিন্তু কি আমাদের অপরাধ? আজ হয়তো সাপ্তাহিক ২০০০-এর শফিকুল ইসলামের লেখার প্রতিবাদ করে আলী যাকের আমাদের সত্য জানালেন কিন্তু কবি শামসুর রাহমান যদি স্বয়ং লেখা না পাঠাতেন তবে অন্য ইতিহাস থেকে যেতো। শ্রদ্ধেয় আলী যাকের এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শিরোনামের লেখাটিতে প্রতীয়মান হয়, কবি শামসুর রাহমানের প্রতি সাধারণ মানুষের যে অগাধ বিশ্বাস তা সর্বজনবিদিত, আর তারই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'কালের ধুলোয় লেখা' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে শফিকুল ইসলামের লেখাটিকেও অস্বীকার করার জো ছিল না। আজ

## অ্যাপার্টমেন্ট কেনা বেচা!

১৩ আগস্ট সংখ্যাটি অ্যাপার্টমেন্ট সংক্রান্ত সব তথ্য নিয়ে ম্যাগা সংখ্যা বলা যায়। যারা বিদেশে থাকে, বিদেশে বসে ভাবছে অ্যাপার্টমেন্ট কেনার কথা তাদের জন্য এটা ক্যাটালগ হতে পারে। তবে আপনাদের সংখ্যাটি দেখলে হঠাৎ মনে হয় অ্যাপার্টমেন্টও যেন হাতের মোয়া। যে কেউ কিনে ফেলতে পারে যেকোনো সময়। আসলে কি তাই? ১৩ আগস্ট সংখ্যার আমরা একটা নাম দিয়েছি 'ফ্ল্যাটের হাট! ঢাকায় কিন্তু গাড়ির একটি হাট আছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, কিন্তু তিন সপ্তাহ আগে জাতীয় সংসদের সামনে আবিষ্কার করলাম। ওখানে পুরনো গাড়ি কেনা বেচা হচ্ছে। দেখে আসুন, মজা পাবেন।

**অনিমা সাবের**
**মিরপুর, ঢাকা**

## মেরুদন্ড আমাদের ভেঙে যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সংসদ ভাষ্যে প্রকাশ, গত ৩২ মাসে চারবার ওমরাহ পালনসহ প্রধানমন্ত্রী বিদেশ ভ্রমণে খরচ করেছেন মোট ১৬ কোটি ৭৩ লাখ টাকা। মাসিক হিসেবে দাঁড়ায় ৫২ লাখ টাকা। দেশের ভেতর ৪-৫টি কার্যালয় ইত্যাদি বাবদ যদি ধরা হয় আরো ৫২ লাখ, তাহলে এক প্রধানমন্ত্রীর জন্যই রাষ্ট্রের মাসিক খরচ দাঁড়ায় এক কোটি টাকারও বেশি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের দরিদ্রতম এদেশটির ভুখানাঙ্গা মানুষগুলোর সে সামর্থ্য কোথায় প্রতি মাসে কোটি টাকা খরচের এতো ব্যয়বহুল প্রধানমন্ত্রী পোষায়? গত পর্বেও রাষ্ট্রের দেয়া এতোগুলো বিশাল বিশাল বাড়ি ও কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর জন্য হেয়ার রোডে বানানো হয়েছিল ১৪-১৫ কোটি টাকা দামের ৪০ কক্ষবিশিষ্ট এক এলাহী কান্ডের বাসভবন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, নিজের টাকায় ৩২ মাসে চারবার নয়, পারলে প্রতি মাসে একবার ওমরাহ পালন করুন, লটবহর এবং বংশবদ নিয়ে সারা দুনিয়ায় বিলাসি ভ্রমণ করুন, হীরা-চুন্নী খচিত সাদ্দাতের বেহেশতখানা বানান, আমাদের কিছুই বলার নেই, কিন্তু আমরা এ দেশের হতদরিদ্র মানুষগুলো কি পারি আপনার বহুল ব্যয়ভার এবং আপনার জন্য ক্রনাই সুলতানতুল্য প্রাসাদ কার্যালয়ের খরচের ভার বইতে? আমরা কি পারি আপনার স্পিকার- ডেপুটি স্পিকারের জন্য ইটালিয়ান মার্বেল পাথরখচিত কোটি কোটি টাকার বাসভবন বানিয়ে দিতে (সংসদ ভবন এলাকায় যা করা হয়েছে)। আমরা কি পারি আপনাদের জন্য রোলস রয়েস, মার্সিডিজ-বি, এস-ডাব্লিউ'র যোগান দিতে? মন্ত্রী-সাংসদদের কোটি কোটি টাকার খেলাপি টেলিফোন বিলের ভার বইতে? না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দুনিয়ার দরিদ্রতম এই মানুষগুলো তা পারি না। তাই আপনাদের অস্বাভাবিক ভারে আমরা কুঁজো হয়ে গেছি, মেরুদন্ড আমাদের ভেঙে যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

**আবুল হাসেম, ত্রিপলি, লিবিয়া**

হয়তো কবির লেখা পড়ে শফিকুল ইসলামের ভুল ভাঙবে। কিন্তু যারা সাপ্তাহিক ২০০০ পড়ে না অথচ কবির 'কালের ধুলোয় লেখা' গ্রন্থের তথ্য বুকে আঁকড়ে ধরেছে তাদের উপায় কি? তার জন্য চাই ব্যাপক প্রচার, প্রয়োজন তার গ্রন্থের শুদ্ধিকরণ, যত তাড়াতাড়ি তা সম্ভব ততই সবার মঙ্গল।

**প্রান্ত প্রাণ, স্টেশন রোড, শ্রীমঙ্গল**

## ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র

দেশ স্বাধীন হবার বছর খুব কম লোকের হাতেই দশ হাজার টাকা ছিল। কিন্তু আজ দেশের কয়েক হাজার লোক কোটিপতি। অনেকে শ' কোটি টাকার মালিকও হয়েছেন। তারা এ অর্থ উপার্জন করেছেন এ দেশের মাটিতেই অবস্থান করে এবং এ দেশের জনগণের কাঁধে বন্দুক রেখে। দেশ এখন চরম দুর্দিনের মধ্যে নিপতিত। লাখ-কোটি মানুষ বন্যার কারণে অভুক্ত, রোগব্যাধিতে জর্জরিত, সম্পূর্ণ সহায়সম্বলহীন। হাদিসে এসেছে, ধনীদের সম্পদে গরিবদের অংশ রয়েছে। এ দুর্দিনে যারা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন, তাদেরকে এ অসহায় অভুক্ত দরিদ্র মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। দুস্থদের দিতে হবে খাদ্য, চিকিৎসা, বস্ত্র, নগদ অর্থ। পানি নেমে গেলে দিতে হবে মাথা গোঁজার ঠাঁই। যতদিন কাজ না পাবে ততদিন তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা দিতেই হবে। প্রত্যেক অসহায় পরিজনকে মনে করতে হবে আপন ভাইয়ের পরিবার। সরকার কি করছে তা দেখার দরকার নেই। মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে মানুষের জন্য। এ দুঃসময়ে দুস্থদের যদি সাহায্য না করা হয় তবে একদিন হয়তো এরাই ধেয়ে আসবে শহরে, লুটে নেবে ধনীদের ধন-সম্পদ। আল্লাহ আমাদের এ দুর্যোগ মোকাবেলা করার শক্তি ও সাহস দিন।

**জাহাঙ্গীর চাকলাদার**
**লালবাগ, ঢাকা-১২১১**

# দৃষ্টি আকর্ষণ

## ঢাকা বিদ্যুৎ টেলিফোন ওয়াসা গ্রাহকদের হয়রানি

সকল পেশার মানুষ ও জনগণের নিত্যদিনের চাহিদার মধ্যে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস- এই তিনটি সার্বক্ষণিক প্রয়োজনীয় সম্পদ। এগুলো ছাড়া আমাদের জনজীবন কষ্টকর হয়ে পড়ে। এর পরও বাংলাদেশ সরকার তার বা তাদের সাধ্য অনুযায়ী আমাদের ও দেশের প্রতিটি মানুষের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে থাকে। এরপরও সরকার এবং তার কর্মচারী দায়িত্বহীনতার মতো কিছু কাজ করে থাকেন। আমরা সাধারণ জনগণ সরকারের দেয়া সুবিধা অনুযায়ী বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি ব্যবহার করছি এবং প্রতি মাসে সরকার বিল পাঠাচ্ছেন স্বাভাবিকভাবে দেশের স্বার্থে। সেই বিল পরিশোধ করা আমাদের সবার দায়িত্ব এবং সেই সঙ্গে দেশের সম্পদ যাতে কোনো প্রকার বিনষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখাটাও আমাদের নিজেদেরই দায়িত্ব। কিন্তু এর পরও কথা থাকে যে, শুধু আমাদের ওপরই কি এসব কিছুর দায়িত্ব পড়ে? সরকারের দায়িত্ব আমাদের চেয়ে আরো বেশি। যে কথাটি বা সমস্যাটি তুলে ধরতে চাচ্ছি তা হলো মাস শেষ হলে সরকারি লোক এক একটি বিলের কপি হাতে ধরিয়ে দিয়ে যান ভালো কথা, দেশের স্বার্থে বিল দিতেই হবে। হাতে বিল পাওয়া মাত্রই গ্রাহক ব্যস্ত হয়ে পড়েন কিভাবে কখন বিল পরিশোধ করবে। কোন ব্যাংক কোন অফিসে বিল পরিশোধ করবে সরকার এ জন্য সব ব্যাংকেই বিল দেয়ার সুবিধা করে দিয়েছে। গ্রাহকগণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে বিল দিয়ে আসেন। এখানেই শেষ নয়, ব্যাংকে বিল জমা দেয়ার সময় ব্যাংক কপি ও গ্রাহক কপি আলাদা করে তাতে ব্যাংক সীল ও সরকারি ৪ টাকা দামের একটি টিকিট প্রদান করে থাকে। আমরা জনসাধারণ ও সকল গ্রাহক এরপরও নিশ্চিন্ত হতে পারি না যে, গ্রাহকের দেয়া বিল বা ব্যাংক কপি হেড অফিস পেল কি না। ফলে ব্যাংকে দেয়া গ্রাহক কপি জনসাধারণকে তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সংগ্রহে রাখতে হচ্ছে। কারণ অফিস কপি হেড অফিস পর্যন্ত গিয়ে পৌছতে পারছে না, নতুবা হেড অফিসের কর্মচারীরা দায়িত্বহীনতার মতো এক কোণে ফেলে রেখেছে। হঠাৎ করে সরকার জানতে চাইলে ঐ বছরের বকেয়া টাকা মোট কতো কিন্তু অনেক সংখ্যক গ্রাহক সেই বিলের কপি ধরে রাখতে পারছেন না। ফলে নতুন করে বকেয়া আদায় করতে বা জরিপ শুরু করলে দেখা যায় পরিশোধিত বিলের গ্রাহক বোকা হয়ে যায়। কারণ যেকোনো কারণবশত তার পরিশোধিত বিলের কপিটি হারিয়ে গেছে, ওদিকে হেড অফিস সেই বিলের কপি এন্ট্রি করেনি। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন গ্রাহক। একই বিল আবার দাও কারণ গ্রাহক কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি। সুতরাং, আমরা সবাই এ রকম সমস্যা থেকে মুক্তি চাই এবং এ সমস্যাটি সংশোধন করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**শামীম আহমেদ, মিরপুর-১৪, মুন্সিবাড়ী-১৯৯**

## VAT নয় SAT

VAT শব্দটির অর্থ হচ্ছে Value added tax. অর্থাৎ মূল্য সংযোজন কর। আমাদের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান একজন Chartered Accountant. সেই সূত্রে তিনি রহমান এ্যান্ড রহমান কোং-এর স্বত্বাধিকারী। অবশ্য তাকে অনেকে বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ বলে থাকেন। কেন বলেন তারাই ভালো জানেন। সেটা আমার জানা নেই। তিনি যদি বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ হতেন তাহলে Vat, Tax না বাড়িয়ে অনেক উপায়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারতেন। জাতীয় পার্টির সাংসদ আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সংসদে বলছিলেন আমাদের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাহেবকে কেন অর্থনীতিবিদ বলা হয় সেটা আমার বোধগম্য নয়। অর্থমন্ত্রী যে কয়বার সংসদে বাজেট পেশ করেছেন ততবার আমি সংসদ সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। আমি চাল, ডাল, তেল, পিঁয়াজের দামের কথা বলবো না। আমি বলবো আমাদের অর্থমন্ত্রী কয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন এবং তার কয়টি সঠিক বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন। এক্ষেত্রে খুব বেশি সফল হতে পারেননি। তিনি সফল হয়েছেন গরিব মেরে বাজেট পেশ করে Vat, Tax বাড়িয়ে। আমাদের জীবনে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে তিনি Vat, Tax ধরেননি। তাঁর (অর্থমন্ত্রীর) Vat, Tax-এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। যেমন তিনি স্বাস্থ্যখাতে Vat ধরেছেন। হাসপাতালে কোনো রোগী ভর্তি হলে কেবিন ভাড়ার ওপর Vat দিতে হবে। আমাদের বাংলাদেশের মতো গরিব দেশে এমনিতে লোকজন ডাক্তারের কাছে যেতে চান না, গেলেও রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষার কথা চিন্তা করেন না। তারপর বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষার ক্ষেত্রে Vat দিতে হয়। জনাব রহমান DPS-এর ওপর Vat ধরেছেন। একজন স্বল্প আয়ের মানুষ কতো কষ্ট করে একটা DPS চালায় তা শুধু সেই জানে। সর্বশেষ Vat ধরেছেন community Center-এর ওপর। community Centre-এ কোনো অনুষ্ঠান হলে ১০০ জনের ওপরে মাথাপিছু ২৫ টাকা দিতে হবে। আমাদের সমাজে যেকোনো লোকের বিয়ে হলে আত্মীয়স্বজনদের আপ্যায়ন করেন এটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে তার কাছে টাকা থাকুক অথবা না থাকুক। ধার দেনা করে হলেও অনুষ্ঠান করতে হবে। এক্ষেত্রে জনাব রহমান বলেন, তোমরা এতো কিছু ধার দেনা করছো আর আমাদের ২৫ টাকা দিতে অসুবিধা কোথায়? যা নিয়ে Highcourt-এ কেস চলছে। এ প্রসঙ্গে আমার এক বস বললেন এটা Vat নয় sat । অর্থাৎ Saifur added tax । জনাব রহমান প্রতিটি অফিসে সব খরচ কমানোর জন্য নোটিশ দিয়েছেন। কোনো আপ্যায়ন চলবে না, দুধ চা বন্ধ, লাল চা চলবে। কিন্তু ৫৩ জন মন্ত্রী এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নিয়ে ৭০ জনের মন্ত্রিসভার হাতির খোরাক চালাচ্ছেন জনগণের মাথার ওপর Vat, Tax বাড়িয়ে। জনাব রহমান নিজের চিকিৎসার জন্য ১২ লাখ টাকা নিয়েছেন সরকারি তহবিল থেকে। তিনি কি এতোই গরিব যে জনগণের Vat, Tax-এর টাকা দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে? এক্ষেত্রে একবারও বলেননি মন্ত্রিসভা ছোট করতে হবে, জনগণের টাকা দিয়ে মন্ত্রীদের চিকিৎসা চলবে না। সাংসদ এবং মন্ত্রীদের সকল ক্ষেত্রে সম্মানীভাতা দিগুণ, তিনগুণ করা হলো, এক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী বাধা দেননি। এখানে দেখিয়েছেন সবকিছুর দাম বেড়েছে, জনজীবনে খরচ বেড়েছে, ভালো কথা। কিন্তু জনগণের আয় বেড়েছে কোন খাতে কত, আমাদের বিজ্ঞ অর্থমন্ত্রী বলবেন কি? মন্ত্রিসভা ও অন্যান্য খরচ কমানোর জন্য তিনি গঠন করলেন ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন। ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন রিপোর্ট করলেন ২৫ জনের মন্ত্রিসভার কথা। তার কোনো বাস্তবায়নের কথা মন্ত্রী একবারও বলেননি। তাহলে এই কমিশন গঠন করার দরকার ছিল কি? আমাদের অর্থমন্ত্রীর সার্বিক কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তিনি শুধু জনগণের ওপর Vat, Taxই আরোপ করতে পারেন। এক্ষেত্রে মরুক না গরিব জনগণ, ওদের জন্যই তো মরার জন্য।

**মোঃ শাহ আলম, গোপীবাগ, ঢাকা**

## m s ‡kv a bx

mvßvwnK 2000-Gi el 7, msL¨v 14 c"Q` cwZ‡e`‡b Avievb wWRvBb GÛ †W‡fjc‡g‡›Ui eZgvb c‡R± msL¨v fjµ‡g 5wU Qvcv n‡q‡Q| eZgv‡b Zv‡`i 17wU cK‡í KvR Pj‡Q|-we.m.

## হর্ন বিড়ম্বনা

আমরা যারা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে রাজধানী ঢাকায় বসবাস করছি, তাদের প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এর মধ্যে হাইড্রোলিক হর্ন অন্যতম। বাসা থেকে বের হলেই শুরু হয় হাইড্রোলিক হর্নের অত্যাচার, বাস, ট্রাক, ট্রলির বিকট শব্দে জনজীবন হচ্ছে বিপর্যস্ত। লোকাল বাসগুলো ইচ্ছে করেই রাস্তার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে রেখে যানজট বাধিয়ে শুরু করে হর্নের প্রতিযোগিতা, কার হর্নের কতো বেশি শব্দ। এতে করে শিশু ও বয়স্কদের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে।

**নিজাম (দুখু), বি.বাড়িয়া**